কেন এই হাত বই

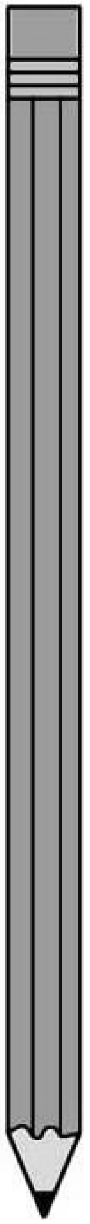

অতীত কালে সকলের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। সমাজে সব দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষের শিক্ষা দেওয়ার ও নেওয়ার অধিকার ছিল না। অন্য সব ক্ষেত্রের মতো শিক্ষার ক্ষেত্রেও সব দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষকে বঞ্চিত থাকতে হত।

ইংরেজি শিক্ষা চালু হওয়ার আগে মূলত সংস্কৃত ভাষায় লেখাপড়া শিখতে হত । সংস্কৃত কিন্তু কোনো দিনই সাধারণ মানুষের ভাষা ছিল না। শিক্ষাকেন্দ্র বলতে ছিল প্রধানত টোল বা গুরুগৃহ। সেখানে নিচু জাতের লোকজনের প্রবেশ অধিকার থাকত না। ইংরেজ আমলে শিক্ষার প্রধান ভাষা ছিল ইংরেজি। তখনও শিক্ষার সুযোগ থেকে সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত থাকতে হত। আর, নারীদের জন্য শিক্ষার সুযোগ কোনো দিনই ছিল না বললেই হয়।

ইংরেজ আমলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় সারা বাংলায় অনেক বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। তখন থেকেই শিক্ষার প্রসার শুরু হয়। গত দেড়শো বছরে গ্রামে গ্রামে অজস্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত সকল শিশুর জন্য অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা এখন মৌলিক অধিকার। তবু এখনো অনেক শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে থেকে যায়। বিদ্যালয়ের আঙিনায় যতো শিশু আসে, সকলেই ভালো মানের শিক্ষা অর্জন করতে পারে না। অন্য দিকে, সাক্ষরতা অভিযান কিছুটা সফল হলেও অজস্র মানুষ আজও নিরক্ষর রয়ে গেছেন।

সকলের জন্য শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে হলে চাই - সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষা সম্বন্ধে সচেতনতার প্রসার এবং গণ-উদ্যোগ। সেই দায়িত্ব পালন করতে পারেন গ্রাম উন্নয়ন সমিতির শিক্ষা কার্যকরী সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির সদস্যগণ। সকলের জন্য শিক্ষাকে সুনিশ্চিত করতে হলে এ সম্বন্ধে তাঁদের ধ্যানধারণা বাড়াতে হবে। কিন্তু শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁদের ধ্যানধারণা বাড়ানো যাবে কীভাবে ? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে বোঝা গেল যে, গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে শিক্ষা সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সহভাগী পঠন ও শিখন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই কাজ সম্ভব হচ্ছে।

শিক্ষা সম্বন্ধে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির শিক্ষা কার্যকরী সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির সদস্যগণের ধ্যানধারণা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে, মূলত তাঁদের ব্যবহারের জন্য এই হাতবই। গ্রামবাসীগণও এই হাতবই থেকে উপকৃত হতে পারবেন।

মানবেন্দ্র নাথ রায়,
ডঃ মানবেন্দ্র নাথ রায় ২০.৬.০৭
প্রধান সচিব, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মার্চ ২০০৭

১) শিশুর বয়স কত হলে তাকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা দরকার ?

উঃ অনেকের মধ্যে ধারণা আছে যে, শিশুর বয়স ৬ বছর না হলে তাকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা যায় না। আবার কেউ কেউ মনে করেন, শিশু একটু বড়-সড় না হলে তাকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা উচিত নয়। এই দুইটি ধারণাই ঠিক নয়।

শিশুর বয়স ৫ বছর পূর্ণ হলেই তাকে কোনো না কোনো প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা দরকার। সরকারি নিয়ম অনুসারে শিশুর বয়স ৪ বছর ৯ মাস পূর্ণ হলে তাকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রথম শ্রেণীতে প্রথম ভর্তি করা যায়।

২) প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির আগে শিশুকে কি অন্য কোনো শিক্ষা কেন্দ্রে পাঠানো দরকার ? কেন ?

উঃ প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির আগে প্রত্যেক শিশুকে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে পাঠানো দরকার। অনেক বাবা-মা ভুল করে খুব কম বয়স থেকেই শিশুর উপর পড়াশুনার জন্য চাপ দেন। ছড়া মুখস্থ করানো, নামতা শেখানো, ইংরাজি শেখানো, নামকরা বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য তৈরি করা - এই সবের জন্য বাধ্য করে কোনো কোনো বাবা-মা শিশুর ভালো করতে গিয়ে তার ক্ষতিই করে ফেলেন। এগুলি প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ঃ

- ✓ শিশুকে বিদ্যালয়মুখী করা
- ✓ শিশুর মধ্যে বিদ্যালয়-ভীতি দূর করা
- ✓ অন্য শিশুদের সঙ্গে মেলামেশার মাধ্যমে তাদের মধ্যে সামাজিক বোধ তৈরি করা
- ✓ খেলাধূলা, নাচ-গান ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুর শরীর ও মনের বিকাশ ঘটাতে সহায়তা করা।

✓ সরকারি পাঠ্যসূচি অনুসরণ করে এমন মাদ্রাসা।

✓ শ্রম দপ্তরের অধীন শিশু শ্রমিক বিদ্যালয়।

৬) উচ্চতর প্রাথমিক শিক্ষা (upper primary education) **বলতে কী বুঝব ?**

উঃ প্রাথমিক শিক্ষার পরের স্তরকে বলা হয় উচ্চতর প্রাথমিক স্তর। সর্বশিক্ষা মিশনের ধারণা অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে উচ্চতর প্রাথমিক শিক্ষা বলা হয়।

৭) প্রারম্ভিক শিক্ষা (elementary education) **বলতে কী বুঝব ?**

উঃ পশ্চিমবঙ্গে প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে প্রারম্ভিক শিক্ষা (elementary education) হিসাবে ধরা হয়। অর্থাৎ, পশ্চিমবঙ্গে প্রারম্ভিক শিক্ষা বলতে প্রাথমিক শিক্ষা ও উচ্চতর প্রাথমিক শিক্ষা - এই দুইটি স্তরের শিক্ষাকে এক যোগে বুঝতে হবে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে ভারতের সংবিধানের ৯৩তম সংশোধনী আইন অনুসারে, চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত শিশুর জন্য অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসাবে মেনে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রারম্ভিক শিক্ষা শিশুর মৌলিক অধিকার।

৮) কোনো কারণে কোনো শিশু ৫ বছর বয়সে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার সুযোগ না পেলে, কিংবা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির বয়স পেরিয়ে গেলে, সে কীভাবে পড়াশোনার সুযোগ পাবে ?

উঃ ধরা যাক, কোনো শিশু ৯ বছরের মধ্যেও প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি হতে পারল না। এই সব ক্ষেত্রে সেই সব শিশু ধারাবাহিক শিক্ষা কেন্দ্রে ভর্তি হতে পারে। এছাড়া তাদেরকে সর্বশিক্ষা অভিযানের সহায়তায়, পরিপূরক ও উদ্ভাবনী শিক্ষা কর্মসূচির আওতায়, সেতু পাঠক্রম কেন্দ্রে যুক্ত করা যেতে পারে। সেতু পাঠক্রম কেন্দ্রে পড়াশোনা করে, যোগ্যতা মান অর্জন করে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, তারা পুনরায় প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারে। এই ধরনের কেন্দ্রগুলি সাধারণত সর্বশিক্ষা মিশনের সহায়তায় গ্রাম শিক্ষা কমিটি এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির দ্বারা পরিচালিত হয়।

৯) বিদ্যালয়-ছুট ছেলেমেয়েদের কত বয়স পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনা যায় ? তার জন্য কী কী করা দরকার ?

উঃ আগেই বলা হয়েছে, আমাদের রাজ্যে প্রাথমিক স্তরে আটকে না রাখার নীতি (no detention policy) চালু

১০) কোন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকার অনুমোদিত মাদ্রাসা বলা হয় ? কত রকমের মাদ্রাসা আছে ? সেখানে কী কী বিষয় পড়ানো হয় ?

উঃ অনেকের মধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষা সম্বন্ধে হয় কোনো ধারণা নেই, নয়তো ভুল ধারণা আছে। অনেকের মধ্যে এই রকম ধারণা আছে যে, মাদ্রাসা হল কেবল মাত্র মুসলিমদের জন্য বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। সরকার অনুমোদিত পাঠ্যসূচি অনুসরণ করে এমন মাদ্রাসায় সকল ধর্মেরই ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রধানত দুই ধরনের মাদ্রাসা আছে : (ক) সরকার অনুমোদিত পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে এমন মাদ্রাসা; এবং (খ) সরকার অনুমোদিত পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে না এমন মাদ্রাসা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে আছে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ্। ওই পর্ষদ্ অনুমোদিত মাদ্রাসাগুলিকে সরকার অনুমোদিত মাদ্রাসা হিসাবে ধরা হয়। এছাড়া উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কিছু মাদ্রাসা আছে। সেগুলি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ দ্বারা অনুমোদিত এবং পরিচালিত। এগুলিও সরকার অনুমোদিত মাদ্রাসা। সরকার অনুমোদিত বিভিন্ন মাদ্রাসাগুলি সম্বন্ধে নীচে উল্লেখ করা হল :

- ✓ পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পড়ানোর জন্য যে মাদ্রাসাগুলি আছে (মধ্য শিক্ষা পর্ষদের অধীন জুনিয়র হাই স্কুলের সমতুল), সেগুলিকে বলে **জুনিয়র হাই মাদ্রাসা।**
- ✓ পঞ্চম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানোর জন্য যেসব মাদ্রাসা আছে (মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অধীন হাই স্কুলের সমতুল) সেগুলিকে বলে **হাই মাদ্রাসা।**
- ✓ প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয় যেসব মাদ্রাসায়, সেগুলিকে বলে **সিনিয়র মাদ্রাসা** বা **আলিম মাদ্রাসা।**
- ✓ প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয় যেসব মাদ্রাসায়, সেগুলিকে বলে **ফাজিল মাদ্রাসা।**

এই সমস্ত ধরনের মাদ্রাসায় মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্-এর মতোই মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ্ অনুমোদিত

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে পর্ষদের সেই সব বইই পড়ানো হয়। যেমন - বাংলা, অংক, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, ইংরেজি ও পরিবেশ পরিচিতি।

১৩) প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মিড্ ডে মিলের উদ্দেশ্য কী ?

উঃ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মিড্ ডে মিলের মূল উদ্দেশ্য হল শিশুদের পুষ্টি যোগানো। এছাড়া মিড্ ডে মিলের মাধ্যমে শিশুদের বিদ্যালয়-মুখী করা এবং তাদের দৈনন্দিন হাজিরা সুনিশ্চিত করাও এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য। বর্তমানে উচ্চ প্রাথমিক স্তরেও মিড ডে মিল চালু করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতি শিশু পিছু ২.৫০ টাকা করে প্রতিদিনের রান্না ও আনুষাঙ্গিক খরচের জন্য ধার্য্য করা আছে।

উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতি শিশু পিছু ৩.০০ টাকা করে প্রতিদিনের জন্য ধার্য্য করা আছে ও দুই ক্ষেত্রেই খাদ্যশস্য (চাল) বিনামূল্যে স্কুলকে সরবরাহ করা হয়।

১৪) গ্রাম শিক্ষা কমিটি কোন স্তরে আছে ? কাদের নিয়ে গ্রাম শিক্ষা কমিটি গঠিত হয় ?

উঃ পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যেক গ্রাম সংসদকে ভিত্তি করে এক একটি গ্রাম শিক্ষা কমিটি গঠন করা হয়েছে। অর্থাৎ, কোনো গ্রাম শিক্ষা কমিটির কাজের পরিধি হল একটি গ্রাম সংসদ এলাকা । সরকারি নির্দেশ অনুসারে, কোনো গ্রাম সংসদ এলাকায় যতো ধরনের এবং যতোগুলি শিক্ষা কেন্দ্র আছে, সবগুলিকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য গ্রাম শিক্ষা কমিটি। সেই নির্দেশ অনুসারে নীচে উল্লিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে গ্রাম শিক্ষা কমিটি গঠন করা হয় :

সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংসদ এলাকা থেকে নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য হবেন গ্রাম শিক্ষা কমিটির সভাপতি (একাধিক সদস্য থাকলে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি সভাপতি হবেন ও অন্যজন হবেন কমিটির সদস্য) ; গ্রাম

১৬) গ্রাম শিক্ষা কমিটির মূল ভূমিকা ও দায়িত্ব কী কী ?

উঃ ১. সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংসদ এলাকার মানুষের প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষার চাহিদা নিরূপণ করা; গ্রাম সংসদ এলাকার সকল শিশুকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র/প্রাথমিক/উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি সুনিশ্চিত করার জন্যে জনগণের সচেতনতা বাড়ানো এবং বিদ্যালয় বর্হিভূত শিশুদের সবুজ কার্ড প্রদান করা ও ভর্তির ব্যবস্থা করা।

২. সকলের জন্য শিক্ষা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা এবং তথ্যভিত্তিক পরিকল্পনা করা। তফশিলী জাতি ও আদিবাসী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিশুদের শিক্ষার জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া।

৩. প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের ফলাফল অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করা, শিক্ষক/শিক্ষিকা ও ছাত্র ছাত্রীদের উপস্থিতি পর্যালোচনা করা এবং শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য পরামর্শ দেওয়া।

৪. গ্রাম শিক্ষা কমিটির তহবিল সঠিকভাবে পরিচালনা করা, এর জন্য পৃথক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রাখা এবং সময়মতো তহবিলের সদ্বব্যবহার শংসাপত্র সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানোর দায়িত্ব এই কমিটির।

৫. প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য গন উদ্যোগ তৈরি ও শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করা।

৬. গ্রাম শিক্ষা কমিটির সচিব এবং শিক্ষাবন্ধুর হেফাজতে সমস্ত নথিপত্র থাকবে।

যদি উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে স্থানের অভাবে অথবা অন্য কোনো কারণে কোনো শিশু মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহ কোনো ধরনের উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ না পায়, তাহলে তাকে কাছাকাছি অবস্থিত মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রে ভর্তির জন্য চেষ্টা করা যেতে পারে। যদি সে মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রেও ভর্তি হবার সুযোগ না পায়, তাহলে সে রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ের মাধ্যমে পঠনপাঠন চালিয়ে যেতে পারে। এজন্য জেলা সর্বশিক্ষা মিশন অফিস কিংবা স্থানীয় অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (এস. আই.) বা সার্কেল প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

১৮) বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) শিশু কত ধরনের ? বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার জন্য কী কী সহায়তা পাওয়া যেতে পারে ?

উঃ প্রতিবন্ধী কথাটি শুনে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বা তার পরিবারের কারুর কষ্ট বোধ হতে পারে। তাই প্রতিবন্ধী কথাটির পরিবর্তে 'বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন' কথাটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

সরকারি নীতি অনুযায়ী চার ধরনের প্রতিবন্ধী বা 'বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন' মানুষ হতে পারে : (ক) শারীরিক প্রতিবন্ধী, (খ) অস্থিজনিত প্রতিবন্ধী, (গ) মূকবধির প্রতিবন্ধী, এবং (ঘ) মানসিক প্রতিবন্ধী। প্রত্যেক ধরনের প্রতিবন্ধীকে আবার চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয় : (অ) মৃদু (৪০%-এর কম), (আ) মাঝারি (৪০% ও তার বেশি কিন্তু ৭৫%- এর কম), (ই) গুরুতর (৭৫% বা তার বেশি), এবং (ঈ) পুরোপুরি (১০০%)।

সর্বশিক্ষা মিশনের সহায়তায় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য প্রতিবন্ধকতার ধরন ও মাত্রা অনুযায়ী নানান রকম উপকরণ ও যন্ত্র পাতি পাওয়া যেতে পারে। এই সুবিধা পাওয়ার জন্য এলাকার বিদ্যালয় পরিদর্শকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

তারিখের বাবা-মার স্বঘোষিত প্রমাণ পত্র। এই প্রমাণ পত্রের ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের প্রধান প্রথম ভর্তির কাজ করতে পারেন। তবে, এই স্বঘোষিত প্রমাণ পত্রের প্রয়োজনই হবে না, যদি পৌরসভা থেকে বা গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে যথাসময়ে জন্ম সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে নেওয়া হয়।

২০) শিক্ষা শিশুর মৌলিক অধিকার, কিন্তু এই অধিকার লঙ্ঘন হলে তার প্রতিকার কী ?

উঃ আগেই লেখা হয়েছে, ভারতের সংবিধানের ৯৩তম সংশোধনী আইন অনুসারে, চোদ্দ বছর বয়স অবধি সমস্ত শিশুর জন্য অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা একটি মৌলিক অধিকার। ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত কোনো শিক্ষার্থীকে যদি প্রারম্ভিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়, তাহলে সেই শিক্ষার্থী বা তার পক্ষ থেকে কেউ আদালতের কাছে ন্যায় বিচারের জন্য আবেদন করতে পারে।

২১) কোনো শিক্ষার্থীকে কি যে কোনো শ্রেণীতে ভর্তি করা যায় ? সেক্ষেত্রে ভর্তির জন্য কী লাগবে ?

উঃ বয়স ও যোগ্যতা মানের ভিত্তিতে যে কোনো শিশুকে নবম শ্রেণীর মধ্যে যে কোনো শ্রেণীতে ভর্তি করা যায়। তবে এই ভর্তির ক্ষেত্রে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিশুর যোগ্যতা মান যাচাই করে নিতে পারেন।

না। আবার প্রাকৃতিক বাধা জনিত কারণে অনেক শিশু কাছাকাছি অবস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেতে পারে না। তাহলে সেই এলাকার অভিভাবকগণ সংগঠিত ভাবে একটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রস্তাব গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির সুপারিশ সহ জেলা পরিষদে পাঠাতে পারেন।

২৬) শিশু শিক্ষা কর্মসূচি ও মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মসূচির বিষয়ে কোনো সমস্যা হলে কার সঙ্গে কোথায় যোগাযোগ করতে হবে ?

উঃ শিশু শিক্ষা কর্মসূচি বা শিশু শিক্ষা কেন্দ্র এবং মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মসূচি বা মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনা সম্বন্ধে কোনো সমস্যা বা প্রশ্ন থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে ব্লক স্তরে শিশু শিক্ষা কর্মসূচি ও মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মসূচির নোডাল অফিসার কিংবা পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

২৭) এস.এস.কে. এবং এম. এস. কে.-র নোডাল অফিসার কে হবেন ?

উঃ জেলার ক্ষেত্রে সাধারণত কোনো একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নোডাল অফিসার হিসাবে কাজ করেন। ব্লকস্তরে সাধারণত সম্প্রসারণ আধিকারিক অথবা মহিলা সম্প্রসারণ আধিকারিক (জনশিক্ষা প্রসার) নোডাল অফিসার হিসাবে কাজ করেন। সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ব্লকস্তরের অন্য কোনো সম্প্রসারণ আধিকারিককেও এই দায়িত্ব দিতে পারেন।

২৮) প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয় বিষয়ে কোনো সমস্যা হলে কার সঙ্গে কোথায় যোগাযোগ করতে হবে ?

উঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় বা প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে কোনো সমস্যা বা প্রশ্ন থাকলে এলাকার অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের সঙ্গে (সার্কেল প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর) যোগাযোগ করতে হবে।

উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় বা উচ্চ-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে কোনো সমস্যা বা প্রশ্ন থাকলে মহকুমায় অবস্থিত সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে বা জেলায় অবস্থিত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে যোগাযোগ করতে হবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ৪০ জন ছাত্রছাত্রী পিছু ১ জন করে শিক্ষক/শিক্ষিকা বা সহায়িকা না থাকলেও, প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য অন্তত এক জন করে শিক্ষক/শিক্ষিকা বা সহায়িকা থাকা দরকার। সেই হিসাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ৪ জন করে শিক্ষক/শিক্ষিকা বা সহায়িকা থাকা দরকার।

কিন্তু শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ৪০ জন বা তার কম ছাত্রছাত্রী থাকলে ১ জন সহায়িকা থাকবেন। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৪১-৮০ জন হলে ২ জন সহায়িকা থাকবেন। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৮১-১২০ জন হলে ৩ জন সহায়িকা থাকবেন। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১২০ জনের বেশি হলে ৪ জন সহায়িকা থাকবেন।

৩২) প্রয়োজনে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়িকাকে কি পরিবর্তন করা যায় ? কে বা কারা কীভাবে পরিবর্তন করতে পারেন ? এক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা কী?

উঃ বিশেষ প্রয়োজনে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়িকাকে পরিবর্তন করা যায়। একমাত্র শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের পরিচালন কমিটি এই পরিবর্তন করতে পারে। পরিবর্তনের কারণ উল্লেখ করে পরিচালন কমিটির কাছে আবেদন করলে বা পরিচালন কমিটি নিজে থেকে মনে করলে এই সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সেক্ষেত্রে উপযুক্ত কারণ সহ পরিচালন কমিটির সিদ্ধান্ত পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতির কাছে পাঠাতে হবে। এই স্থায়ী সমিতি যদি পরিচালন কমিটির সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হয় বা নিজেরা তদন্ত করে সন্তুষ্ট হয় এবং পরিচালন কমিটির সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে, তাহলেই কোনো শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়িকাকে পরিবর্তন করা যাবে।

কোনো সহায়িকাকে নিয়োগ করতে হলে, এই সংক্রান্ত প্রস্তাবটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে পঞ্চায়েত সমিতিতে পাঠাতে হবে। একই ভাবে অপসারণের ক্ষেত্রেও গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই পঞ্চায়েত সমিতিতে পাঠাতে হবে।

৩৩) কোন পরিস্থিতিতে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে নতুন সহায়িকা নিয়োগ করা যেতে পারে ?

উঃ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে কত জন সহায়িকা থাকবেন তা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার উপর নির্ভর করে। নতুন সহায়িকা নির্বাচন করার জন্য পরিচালন কমিটির পক্ষ থেকে সরকারি নির্দেশিকা অনুসরণ করে বিজ্ঞাপন দিতে হবে। বিজ্ঞাপনের ভিত্তিতে পাওয়া সমস্ত আবেদন পত্র পরিচালন কমিটি বিবেচনা করবে। এরপর এই আবেদন পত্রের তালিকা, বিজ্ঞাপনের কপি এবং পরিচালন কমিটির সিদ্ধান্ত সহ সুপারিশ পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতির কাছে জমা দিতে হবে।

দরকার। তাছাড়া প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলেদের ও মেয়েদের জন্য আলাদা শৌচাগার থাকা দরকার। বিদ্যালয়ে শৌচাগার না থাকলে ছাত্রীদের এবং শিক্ষিকাদের অসুবিধা হয়। তাছাড়া বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৌচাগার ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্যও প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শৌচাগারের প্রয়োজন।

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা ও শৌচাগারের জন্য সর্বশিক্ষা মিশন ও সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান অভিযান কর্মসূচি থেকে অর্থ সাহায্য করা হয়। এই সুবিধার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি বা সার্কেল প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

প্রতিটি বিষয়ে বিভিন্ন পাঠ-এককের জন্য শিক্ষা উপকরণ তৈরি করাও প্রয়োজন। সরকারি নিয়ম অনুসারে এক্ষেত্রে শিক্ষক/শিক্ষিকা/সহায়িকাকেই প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে। সর্বশিক্ষা মিশন থেকে শিক্ষা উপকরণ তৈরি করার জন্য (কেনার জন্য নয়) প্রত্যেক শিক্ষক/শিক্ষিকাকে প্রতি বছর ৫০০ টাকা করে দেওয়া হয়।

৩৯) সর্বশিক্ষা মিশন থেকে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য কী সহায়তা পাওয়া যায় ?

উঃ সর্বশিক্ষা মিশন থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি অতিরিক্ত শ্রেণী কক্ষ পিছু ২ লক্ষ টাকা করে সহায়তা পাওয়া যায়।

৪০) (ক) গ্রাম শিক্ষা কমিটির এবং (খ) ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে কী কী আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয় এবং কেন ?

উঃ **(ক) গ্রাম শিক্ষা কমিটির** মাধ্যমে সর্বশিক্ষা মিশন থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে যে সব আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয় তা হল :

১। প্রতি বছর বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকা পিছু ৫০০ টাকা করে টি.এল.এম. গ্রান্ট বা শিক্ষা উপকরণ তৈরি করার জন্য অনুদান। এই অনুদানের টাকায় প্রত্যেক শিক্ষক/শিক্ষিকাকে শ্রেণী কক্ষে ছাত্রছাত্রীদের শেখানোর সুবিধার জন্য নানান শিক্ষা উপকরণ তৈরি করে নিতে হবে।

২। ৩ বা ৩এর কম কক্ষ বিশিষ্ট প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়কে প্রতি বছর এককালীন ৫০০০ টাকা এবং তার বেশি কক্ষ বিশিষ্ট বিদ্যালয়কে ১০০০০ টাকা করে অনুদান দেওয়া হয়ে থাকে। এই অনুদানের সাহায্যে গ্রাম শিক্ষা কমিটি বিদ্যালয়ে ছোটখাটো

পারে। এই উদ্দেশ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের সহায়তায় কোনো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা উদ্যোগ নিতে পারে। তবে এ ব্যপারে সর্বশিক্ষা মিশনের নীতি অনুসরণ করতে হবে।

৪২) শিশুদের তথ্যপঞ্জী (Child Register) **কী ? এইটি কী কাজে লাগে ? এইটি কোথায় কার কাছে থাকে ?**

উঃ প্রত্যেক শিশুর প্রারম্ভিক শিক্ষা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে, গ্রাম সংসদ স্তরে পরিকল্পনা তৈরি করার কাজে সুবিধার জন্য, প্রত্যেক গ্রাম সংসদ এলাকার জন্য একটি করে শিশুদের তথ্যপঞ্জী তৈরি করা হয়েছে। এই তথ্যপঞ্জীতে প্রত্যেক পরিবারের ০ থেকে ১৬ বছর বয়সী প্রত্যেক শিশুর শিক্ষা বিষয়ে নানান তথ্য লেখা আছে।

এই তথ্যপঞ্জীর সাহায্যে প্রত্যেক গ্রাম শিক্ষা কমিটি প্রতি বছর ভর্তিযোগ্য শিশুর তথ্য পেতে পারে এবং তাদের ভর্তি করানোর উদ্যোগ নিতে পারে। এর জন্য বার বার সমীক্ষা করার প্রয়োজন হবে না। প্রতি বছর তথ্যপঞ্জীটি হালনাগাদ করার দরকার আছে। তথ্যপঞ্জীটি গ্রাম শিক্ষা কমিটির কাছে একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্য ভাণ্ডার। গ্রাম শিক্ষা কমিটির সম্পাদক হিসাবে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এটিকে নিজের হেফাজতে রাখেন। প্রয়োজনে যে কেউ এই তথ্যপঞ্জী দেখতে পারেন এবং প্রধান শিক্ষক তা দেখাতে বাধ্য থাকবেন।

৪৩) গ্রাম সংসদ স্তরে শিক্ষার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনার জন্য আর কী কী তথ্য পাওয়া যায় ?

উঃ বেশ কিছু জায়গায় সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সঞ্চালনায় গ্রামবাসীদের নিয়ে সহভাগী প্রক্রিয়ায় গ্রাম সংসদ পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণের কাজ চলছে। এই কাজের অঙ্গ হিসাবে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্যগণ পাড়া বৈঠকে শিক্ষা সহ অন্যান্য ক্ষেত্র সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করছেন। এছাড়া পাড়ায় পাড়ায় গ্রামবাসীরা তাদের এলাকার সামাজিক মানচিত্র তৈরি করছেন, যেখানে প্রতিটি পরিবারে বিদ্যালয়-ছুট শিশুদের চিহ্নিত করা আছে। পরিকল্পনা করার সময় তারা শিক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যাগুলিও খুঁজে বার করছেন। এই সব তথ্য, মানচিত্র ও পরিকল্পনার নথি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিকল্পনা রূপায়ণ ও তদারকির সময় এই সব তথ্য নিয়ে বারবার আলোচনা করা দরকার।

কোনো শিশুর পক্ষে যতখানি সামর্থ্য, জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন ও সম্ভব, সে যদি ততখানি সামর্থ্য, জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে, তাহলে বলা হবে যে, সে ভালো মানের শিক্ষা অর্জন করতে পেরেছে।

৪৬) প্রতিটি শিশু যাতে ভালো মানের শিক্ষা অর্জন করতে পারে, তার জন্য কী কী দরকার ?

উঃ প্রতিটি শিশু যাতে ভালো মানের শিক্ষা অর্জন করতে পারে, তার জন্য দরকার :

- বিদ্যালয়ে ভয়শূন্য ও আনন্দময় পরিবেশ
- আনন্দময় পঠন-পাঠন পদ্ধতি
- শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার
- শিক্ষায় অগ্রগতির বিষয়ে অভিভাবকদের আগ্রহ
- বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত এবং সময়মতো হাজিরা

- বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়মিত ও সময়মতো হাজিরা
- শিশুদের প্রতি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্নেহ-ভালোবাসা
- বিদ্যালয়ের ভালো পরিকাঠামো

উপরে যে সব উপাদানের উল্লেখ করা হল, সেগুলির যোগান সুনিশ্চিত করতে শিক্ষক/শিক্ষিকা, অভিভাবক, পরিচালন কমিটি, গ্রাম উন্নয়ন সমিতি প্রত্যেকেরই সক্রিয় ভূমিকা থাকা দরকার।

৪৭) প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যায়নের জন্য কী কী ব্যবস্থা আছে ?

উঃ শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের সাফল্য বা ব্যর্থতা বোঝার জন্য পরীক্ষা নেওয়া হয়। কিন্তু তাদের সাফল্য বা ব্যর্থতা যাচাইয়ের জন্য এবং ভুলত্রুটি সংশোধনের জন্য একটা চলমান ব্যবস্থা হল মূল্যায়ন। পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের মূল্যায়ন নানাভাবে করা হয়ে থাকে :

বিদ্যালয়ে বিভিন্ন স্তরের এই সব মূল্যায়ন শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক সহ সকলকেই অগ্রগতির বিষয়ে ফিরে দেখতে সাহায্য করে। এজন্য পরীক্ষার পরিবর্তে মূল্যায়নই শিক্ষার গুণগত মান সুনিশ্চিত করার জন্য একটা দরকারি ব্যবস্থা বলে মনে করা হয়।

৪৮) পার্বিক মূল্যায়নের ফলাফল নিয়ে অভিভাবক সভা করা দরকার কেন ?

উঃ শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে এক দিকে যেমন বিদ্যালয়ের ভূমিকা থাকে, অপর দিকে অভিভাবকদেরও জোরালো ভূমিকা থাকে। তাঁরা যদি শিশুদের শিক্ষার অগ্রগতি বা ব্যর্থতার দিকগুলি বুঝতে বা জানতে না পারেন, তবে তাঁদের পক্ষে কী করা দরকার তা তাঁরা বুঝতে পারেন না। এই জন্য প্রতিটি পার্বিক মূল্যায়নের ফলাফল দেখে শিক্ষক/শিক্ষিকার দায়িত্ব হবে - শিশুদের শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া। তেমনি অভিভাবকদের দায়িত্ব হবে - বাড়িতে শিশুদের লেখাপড়ার উপর নজর রাখা। এই জন্য পার্বিক মূল্যায়নের ফলাফল নিয়ে নিয়মিত অভিভাবক সভা করা দরকার।

৪৯) নিরক্ষর মা-বাবারা কীভাবে বুঝবেন যে তাদের সন্তানেরা ভালভাবে লেখাপড়া শিখছে ?

উঃ কোনো ছাত্র বা ছাত্রীর বাবা-মা নিরক্ষর হতে পারেন। কিন্তু তাহলেও সাধারণত ব্যবহারিক জীবনে তাঁদের বোধ, জ্ঞান ও দক্ষতা কম হয় না। তাঁরা লেখাপড়া না জানলেও অন্যের মনের ভাব বুঝতে পারেন। আবার তাঁরা নিজেদের মনের ভাব প্রকাশও করতে পারেন।

সন্তান যখন বাড়িতে উচ্চারণ করে করে বই পড়ে, তখন নিরক্ষর বাবা-মাও শিশুর পড়া শুনে পড়ার বিষয় বুঝতে পারেন। সন্তান যখন ঠিকভাবে পড়তে পারে না, তখনও তাঁরা বুঝতে পারেন যে তাঁদের সন্তানের পড়তে অসুবিধা হচ্ছে। এই বোধ থেকে তাঁরা অনেক সময় শিশুকে শাসন করেন, বেশি সময় ধরে পড়তে বলেন, নয়তো শিক্ষকের সঙ্গে কিংবা প্রতিবেশীর সঙ্গে মত-বিনিময় করেন। কখনো বা তাঁরা প্রাইভেট টিউটর রেখে বা কোচিং সেন্টারে পাঠিয়ে শিশুর শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করেন। নিরক্ষর মানুষের এই আকুতিকে শিক্ষার মান বাড়ানোর কাজে লাগানো প্রয়োজন ও সম্ভব।

একটি কর্মশালার সময় ভালো মানের শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েক জন নিরক্ষর ও নবসাক্ষর মা যে মতামত দিয়েছিলেন তা ভেবে দেখার মতো। তাঁদের মতে,

৫২) সি.এল.আর.সি. বা চক্র সম্পদ কেন্দ্র কী এবং কেন ?

উঃ প্রথমে ডি.পি.ই.পি., তারপর সর্বশিক্ষা মিশনকে সঠিকভাবে রূপায়ণের জন্য নির্মিত বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসকে সার্কেল রিসোর্স সেন্টার (CLRC) বা চক্র সম্পদ কেন্দ্রের হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে। চক্র সম্পদ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ কক্ষ, গ্রন্থাগার ইত্যাদি স্থাপন করা হয়েছে। এই সবের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার উন্নয়নের জন্য পরিষেবা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা। নিয়মিত ভাবে শিক্ষকদের মধ্যে অভিজ্ঞতার আদানপ্রদান ও প্রশিক্ষণের জন্য এখানে দুপুর বেলা বা ছুটির দিনে নানান প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই সব কাজে সহায়তার জন্য চক্র সম্পদ কেন্দ্রে দুই জন করে শিক্ষাবন্ধু এবং এক জন করণিক ও একজন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মী নিয়োজিত থাকেন।

৫৩) সি.আর.সি. বা গুচ্ছ সম্পদ কেন্দ্র কী এবং কেন ? এর উদ্দেশ্য কী ?

উঃ সর্বশিক্ষা মিশনের সফল রূপায়ণের জন্য কতকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় মিলে একটি গুচ্ছ সম্পদ কেন্দ্র (Cluster Resource Centre বা CRC) গড়ে তোলা হয়েছে। গুচ্ছ সম্পদ কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য একটি মধ্যবর্তী বিদ্যালয়কে বেছে নিয়ে, সেখানে একটি অতিরিক্ত ঘর নির্মাণ করে, তাকে গুচ্ছ সম্পদ কেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

গুচ্ছ সম্পদ কেন্দ্রের কাজগুলি হল - এর আওতাভুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে এবং উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে সংযোগ রেখে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা এবং শিক্ষার গুণগত মান সুনিশ্চিত করা। গুচ্ছ সম্পদ কেন্দ্র হল চক্র সম্পদ কেন্দ্রের নীচের একটি ধাপ। গুচ্ছ সম্পদ কেন্দ্রে এক জন করে শিক্ষাবন্ধু প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রগুলি এবং উচ্চ প্রাথমিক কেন্দ্রগুলি দেখভালের জন্য নিয়োজিত থাকেন।

কার্যক্রম পরিচালনা করা, বিভিন্ন উন্নয়ন বিভাগের পত্রপত্রিকা সংগ্রহ করা এবং কেন্দ্রে উপস্থিত পড়ুয়াদের মধ্যে সেগুলি বিতরণ করা, দলগত আলোচনা সংগঠিত করা ইত্যাদি।

৫৯) নারী শিক্ষার জন্য কী ব্যবস্থা আছে ?

উঃ যে সমস্ত ব্লকে নারী সাক্ষরতার হার জাতীয় হারের থেকে কম, সর্বশিক্ষা মিশনের আওতায় এন.পি.জি.ই.এল. (National Programme for Education of Girls upto Elementary Level) স্কীম-এর মাধ্যমে সেই সমস্ত ব্লকে বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়নের সুযোগ আছে। মেয়েদের শিক্ষার জন্য নানান ধরনের উপকরণেরও ব্যবস্থা আছে। এছাড়া কস্তুরবা গান্ধী স্কীমের অধীনে কন্যা শিশুদের জন্য হস্টেল নির্মাণের ব্যবস্থা আছে। এই দুইটি স্কীমের অধীনে সাহায্য পেতে সর্বশিক্ষা মিশনের জেলা অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে কিংবা এলাকার সার্কেল প্রজেক্ট কো-অডিনেটরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৬০) প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মোট ভর্তির হার (জি.ই.আর. বা Gross Enrolment Rate) এবং নীট ভর্তির (এন.ই.আর. বা Net Enrolment Rate) হার বলতে কী বোঝায় ?

উঃ কোনো সময়ে, কোনো একটি এলাকার, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ সমস্ত ধরনের শিক্ষা কেন্দ্রে, প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত ৫+ থেকে ৮+ বছর বয়সী ছাত্রছাত্রী সহ তার কম বয়সের ও বেশি বয়সের সর্বমোট ভর্তির যে সংখ্যা থাকে, তা হল প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে **মোট ভর্তির হার**। ধরা যাক, কোনো একটি জেলায় ৫+ থেকে ৮+ বছর বয়সী মোট শিশুর সংখ্যা হল ৫ লক্ষ। কিন্তু সেই জেলায় সমস্ত ধরনের শিক্ষা কেন্দ্রে প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি হওয়া শিশুর সংখ্যা হল ৫ লক্ষ ৫০ হাজার। তাহলে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সেই জেলায় মোট ভর্তির হার হল (৫ লক্ষ ৫০ হাজার ÷ ৫ লক্ষ × ১০০) = ১১০।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ওই জেলার **নীট ভর্তির হার** হল - একই সময়ে, ৫+ থেকে ৮+ বছর বয়সী মোট শিশুর মধ্যে, সমস্ত ধরনের শিক্ষা কেন্দ্রে, প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণীতে ওই বয়সী ভর্তি হওয়া মোট শিশুর সংখ্যা। ধরা যাক, ওই জেলার ৫+ থেকে ৮+ বছর বয়সী মোট ৫ লক্ষ শিশুর মধ্যে সমস্ত ধরনের শিক্ষা কেন্দ্রে, প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি হওয়া শিশুর সংখ্যা হল ৪ লক্ষ ৫০ হাজার। তাহলে ওই জেলায় নীট ভর্তির হার হল (৪ লক্ষ ৫০ হাজার ÷ ৫ লক্ষ × ১০০) = ৯০।

কোনো এলাকায় মোট ভর্তির হার যদি ১০০র খুব বেশি না হয় এবং নীট ভর্তির হার যদি ১০০-র খুব কম না হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, সেই এলাকার শিশুরা মোটামুটি যথাযথ বয়সে যথাযথ শ্রেণীতে লেখাপড়া করছে। শিশুদের যথাযথ বয়সে যথাযথ শ্রেণীতে লেখাপড়া করা ভালো মানের শিক্ষার একটি মাপকাঠি।

সব কয়টি গ্রাম উন্নয়ন সমিতির শিক্ষা কার্যকরী সমিতির সদস্যদের নিয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ করা প্রয়োজন।

গ্রাম পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন সমিতির মূল দায়িত্ব হবে শিক্ষার উন্নয়নের ক্ষেত্রে গ্রামবাসীদের ভূমিকা সম্বন্ধে তাদের সচেতন করা। এই উদ্দেশ্যে এই হাতবই-এ যে বিষয়গুলি আলোচনা করা হল, সেগুলি নিয়ে পাড়া বৈঠকে গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলোচনা করা এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করাই হবে গ্রাম পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন সমিতির অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

(এই হাত বই-এ শেষে সংযোজিত তিনটি অংশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ৬৩টি প্রশ্ন এবং সেগুলির উত্তর পড়ার পর সমবেতভাবে সংযোজনী-১, সংযোজনী-২ এবং সংযোজনী -৩ পড়লে গ্রাম সংসদ স্তরে ও সার্বিকভাবে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় শিক্ষার উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনার বিষয়টি ভালো ভাবে বোঝা যাবে।)

সংযোজনী

সংযোজনী - **১** : গ্রাম উন্নয়ন সমিতির শিক্ষা কার্যকরী সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপ-সমিতির সদস্যদের জন্য অনুশীলনের পাতা

সংযোজনী - ২ : **গ্রাম সংসদ স্তরে** শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কী কী কাজ করা যেতে পারে, তার তালিকা সহ আনুমানিক বাজেটের ছক

সংযোজনী - ৩ : **গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে** শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কী কী কাজ করা যেতে পারে, তার তালিকা সহ আনুমানিক বাজেটের ছক

গ্রাম উন্নয়ন সমিতির শিক্ষা কার্যকরী সমিতির সদস্যদের জন্য অনুশীলনের পাতা

এই হাত বই থেকে শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই একটা ধারণা তৈরি হল । এবার সকলে মিলে দেখে নিই, আমাদের গ্রাম সংসদ এলাকায় শিক্ষা ক্ষেত্রের অবস্থা কেমন। একই সঙ্গে সকলে মিলে বুঝে নেবার চেষ্টা করি, এলাকায় শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কোন কোন বিষয়ে আমরা কী কী করতে পারি ?

প্রঃ ১) শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা যা জানলাম ও বুঝলাম, সেগুলি সকল গ্রামবাসীকে জানাবার ও বোঝাবার জন্য আমরা কী ব্যবস্থা নেব ?

উঃ --

প্রঃ ২) আমাদের গ্রাম সংসদে ৩ বছর থেকে ৫ বছর বয়সী কত জন শিশু প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নিয়মিত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে যায় না ?

উঃ --

প্রঃ ৩) আমাদের গ্রাম সংসদে ৫ বছরের বেশি বয়সের শিশুদের মধ্যে কে কে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে যায় না ?

উঃ --

প্রঃ ৯) আমাদের গ্রাম সংসদে গ্রাম শিক্ষা কমিটি গঠিত হয়েছে তো ? আমাদের গ্রাম শিক্ষা কমিটিতে কে কে আছেন ? তারা নিয়মিত মিটিং করেন তো ?

উঃ ————————————————————————————————————

————————————————————————————————————

প্রঃ ১০) আমাদের গ্রাম শিক্ষা কমিটির অ্যাকাউন্টে কী বাবদ কত টাকা পড়ে আছে ? এই বিষয়ে আমরা কী উদ্যোগ নিতে পারি ?

উঃ ————————————————————————————————————

————————————————————————————————————

প্রঃ ১১) আমাদের গ্রাম সংসদে কত জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু আছে ? তারা কি সকলে পড়াশোনা করছে ? এই সব শিশুদের জন্য আমরা কী করতে পারি ?

উঃ ————————————————————————————————————

————————————————————————————————————

প্রঃ ১২) আমাদের গ্রাম সংসদে কোন শিক্ষা কেন্দ্রের পরিকাঠামো কী রকম ? শিক্ষা কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য আমরা কী করতে পারি ?

উঃ ————————————————————————————————————

————————————————————————————————————

প্রঃ ১৩) আমাদের গ্রাম সংসদে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের নিজস্ব বাড়ি, শৌচাগার ও নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে তো ?

উঃ ————————————————————————————————————

————————————————————————————————————

প্রঃ ১৮) আমাদের গ্রাম সংসদে দুঃস্থ পরিবারের শিশুদের লেখাপড়ার জন্য আমরা কীভাবে সহায়তা করতে পারি ?

উঃ ——————————————————————————————

——————————————————————————————

প্রঃ ১৯) আমাদের গ্রাম সংসদ এলাকা থেকে কোন কোন পরিবারকে কাজের সন্ধানে নিয়মিত বাইরে যেতে হয় ? এই সব পরিবারের শিশুদের শিক্ষার আওতায় ধরে রাখার জন্য আমরা কী উদ্যোগ নিতে পারি ?

উঃ ——————————————————————————————

——————————————————————————————

প্রঃ ২০) আমাদের গ্রাম সংসদ এলাকার প্রত্যেক শিশু যাতে গড়গড় করে পড়তে পারে, তরতর করে লিখতে পারে, শুনে লিখতে পারে, পড়ে বুঝতে পারে, যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ করে হিসাব কষতে পারে, পড়ার বই ছাড়া অন্য কিছু পড়তে পারে তার জন্য আমরা কী ব্যবস্থা নিতে পারি ?

উঃ ——————————————————————————————

——————————————————————————————

প্রঃ ২১) আমাদের গ্রাম সংসদে শিশুদের তথ্যপঞ্জী তৈরি হয়েছে তো ? এইটি কার কাছে থাকে ? শিশুদের তথ্যপঞ্জী নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় তো ?

উঃ ——————————————————————————————

——————————————————————————————

প্রঃ ২২) আমাদের গ্রাম সংসদে মাতা শিক্ষক সমিতি আছে তো ? এই সমিতিকে আমরা কীভাবে সহায়তা করতে পারি ?

উঃ ——————————————————————————————

——————————————————————————————